সংবাদ

তারিখ ... 03 . AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ......

ইসলামপুরে স্কুলে অনুপস্থিত শিক্ষকরা ব্যস্ত কোচিংয়ে

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দিনের পর দিন স্বস্ব কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে ইসলামপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। ভেস্তে যেতে বসেছে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে অভিভাবকরা। সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, ইসলামপুর উপজেলার পশ্চিমাঞ্চলের সাপধরী, চিনাডুলি, নোয়ারপাড়া, বেলগাছা ও কুলকান্দি ইউনিয়নের অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকগন দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। অথচ তারা নিয়মিত সরকারী বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। বিশেষ করে সাপধরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষক শরিফা আক্তার মাসের পর মাস অনুপস্থিত থেকে ইসলামপুর পৌর শহরের পোর্দার পাড়ায় কোচিং সেন্টার খোলে নিয়মিত শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা হওয়ায় তাকে অনুস্মরন করে এ উপজেলার আরও ১৪জন শিক্ষক তাদের কর্মস্থলে মাসের পর মাস অনুপস্থিত থেকে নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে সাপধরী ফজিলা গাফ্ফার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত হোসেন লেবু, কাশারীডোবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইস্তাজ আলী, সিন্দুরতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মেহেদী হাসান ইয়াজদানী ও তানজিমা আক্তার, দিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লুৎফা বেগম, চরদিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মনোয়ারা পারভিন ও সেজুতি সারমিন, বরুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সারমিন আক্তার ও লাভলী খাতুন, গোয়ালেরচর তালতলা ভাটিপাড়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন ও তার স্ত্রী দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। তারা মাসে একবার বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজিরা খাতায় পুরো মাসের স্বাক্ষর করে সরকারী বেতন-ভাতা ভোগ করেন।

অপর দিকে প্রধান শিক্ষক লিয়াকত হোসেন লেবুর বিরুদ্ধে বিদ্যালয় গৃহের টিন ও আসবাবপত্র এবং ১৮৬জন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও লিয়াকত হোসেন লেবুর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বগুড়া জেলায় স্কুল স্থানান্তর অপচেষ্টার অভিযোগসহ দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ করেছেন ওই বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অভিভাবকরা। লিয়াকত হোসেন লেবুর বিষয়টি বিগত দিনে জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একাধিকবার তদন্ত করে সত্যতা পেলেও অজ্ঞাত কারণে তার বিরুদ্ধে আজও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সর্বশেষ গত ২৬মে শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন নিজে সরে জমিন তদন্তে এসে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন বলে জানালেও অজ্ঞাত খুটির জোরে প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী লেবু আজও বহাল তরিয়তে রয়েছেন। এ বিষয়ে সাপধরী ইউপি চেয়ারম্যান সুরুজ মন্ডল, চিনাডুলি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম ও বেলগাছ ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক এর কথা বললে আক্ষেপ করে বলেন, চরের প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষকরা দিনের পর দিন অনুপস্থিতি থাকায় শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জীবন আরা এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।